বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
Visva-Bharati

আচার্য: শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

संस्थापक: रवीन्द्रनाथ ठाकुर
Founder: Rabindranath Tagore

उपाचार्य: प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কান দিয়ে দেখেন। কারণ তাঁকে তাঁর স্তাবকরা যা শোনান তিনি তাই বিশ্বাস করেন এবং টিপ্পনি করেন। গত ৩১শে জানুয়ারী তিনি বোলপুরের রাঙাবিতানে বিশ্বভারতীর একজন অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক, পাঁচ জন ছাত্র এবং একজন গবেষণারতা ছাত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এদের সাথে কথা বলে তিনি বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে বেশ কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন জনসমক্ষে। বিশ্বভারতীতে এখন ৪৭৩ জন শিক্ষক, প্রায় ১৫০০০ ছাত্র-ছাত্রী এবং ৭৫০ জন কর্মচারী বন্ধু আছেন। তারমধ্যে একজন শিক্ষকের বক্তব্য শুনে এবং ছয় জন ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তব্য শুনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে আক্রমন করলেন। এটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ তিনি কান দিয়ে দেখেন। যে অধ্যাপক সম্বন্ধে বললেন যে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে এটা সবৈব ভুল। তাকে শাস্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং এই প্রস্তাবটা নিয়ে ঐ অধ্যাপক মামলা করেছেন। অতএব ব্যাপারটা বিচারাধীন। মাননীয় কোর্ট কোনো সিদ্ধান্ত দেয় নি। অতএব মুখ্যমন্ত্রী একটু বাড়াবাড়ি করলেন না কি? অবশ্য তিনি যদি নিজেকে আদালতের উপরে ভাবেন, তবে অবশ্য কিছু বলার নেই। ছাত্রদের সম্বন্ধে মতামত যা জানিয়েছেন তাও তথ্যগত ভুল। দুজন ছাত্রকে আদালত ক্ষমা চাইতে বলেছেন। তারা ক্ষমা চায় নি। তাই তাদের পরীক্ষা দেওয়া থেকে নিরত করা হয়েছে। সেখানে আরেকজন ছাত্র তিনি আদালতের নির্দেশ মোতাবেক ক্ষমা চেয়ে নেয়, এবং তার বিরুদ্ধে সমস্ত শাস্তি বিধান তৎক্ষনাৎ উঠে যায়। ঐ পাঁচ জন ছাত্র ক্ষমা চাইলেই তাদের শাস্তি মুকুব হয়ে যেত। কিন্তু তারা সেই পথে হাঁটে নি। কারণ জানা নেই। হয়ত বা কারোর উপদেশে তারা এই কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রীর জ্ঞাতার্থে জানাই যে এই ছাত্রগুলো আদালতে গিয়েছে। অতএব ব্যাপারটা

বিচারাধীন। সেখানে কিছু বক্তব্য রাখা সমীচীন নয়। কোন ছাত্রীর গবেষণা বন্ধ করা হয়েছে। এই বক্তব্যের কোনো প্রমান তিনি দেখাতে পারবেন কি? এই ছাত্রীটি দর্শন বিভাগে গত ছয় বছর গবেষণারতা। তারমধ্যে চার বছর স্কলারশিপ উপভোগ করেছে। কিন্তু গবেষণার কাজ এই সময়ের মধ্যে যতটা করা উচিত ততটা করেনি। তাই ছয় বছরের পর আর সময় দেবার জন্য আবেদন জানিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হয়তবা জানেন সময় বৃদ্ধি করার একটা বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। সেই প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। তাই কোন সিদ্ধান্ত এখনও হয় নি। মুখ্যমন্ত্রী জনসমক্ষে যে ভুল তথ্য দিলেন তার জন্য বিশ্বভারতীর অসম্মান হল। ওনার কি কম অসম্মান হল। লোকে হয়ত সাহস করে সমালোচনা করতে পারবে কি না। কিন্তু মনে মনে কি ভাববেন তাঁর সম্বন্ধে এটা বোধহয় নির্দ্দিষ্ট করে বলতে হবে না।

উপরে যে বক্তব্যগুলো আমরা রাখলাম তা তথ্যভিত্তিক, প্রমান-ভিত্তিক। ছাত্র-ছাত্রীরা সন্তান-সন্ততি তূল্য। তারা ভুল করলে অভিভাবক হিসাবে মাস্টারমশায়দের শাসন করার অধিকার আছে। যদি ব্যামো কঠিন হয়, তবে কড়া ওষুধের প্রয়োজন। যখন ছাত্র-ছাত্রীরা অকথ্য এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে, তখন কি উপায়। মুখ্যমন্ত্রী কান দিয়ে না দেখে মস্তিস্ক দিয়ে বিচার করে সঠিক বিধান দেন। যে মাস্টারমশায় চাকরীর শর্ত লঙ্ঘন করে অর্থাৎ ছাত্র-পড়ানো এবং বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় ছাত্রদের যোগদান না করার জন্য প্ররোচনা দেন, তিনি কি বিশ্বভারতীর শিক্ষক হবার যোগ্য? ন্যায্য বিচার করে যা বিধান দেবেন সেটা নিশ্চয় সবার গ্রহণ যোগ্য হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বভারতীতে দেওয়াল তোলার ব্যপারে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। ওনার নিরাপত্তার জন্য বোলপুর শহরকে ঘিরে ফেলা হল। ওনার বাসস্থান, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে কি দেওয়াল নেই। আরো জানাই এই দেওয়াল তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অন্তত তিন যুগ আগে। তখন তো তথাকথিত আশ্রমিকরা প্রতিবাদ করেন নি। আজ যখন আশ্রমের মধ্যে শান্তি বিঘ্নিত হয়, তখন কি দেওয়াল দেওয়া একেবারে নীতি বিরুদ্ধ। মুখ্যমন্ত্রী স্নেহধন্য পার্টির সদস্যরা যখন ২০২০ সালের আগষ্ট মাসে ঐতিহ্যমণ্ডিত তোড়ন ভাঙল তখন আশ্রমিকরা তো প্রতিবাদ করেন নি? আসলে তাঁদের মৌরসীপাট্টা বন্ধ হয়েছে, তাই তাঁদের গাত্রোদাহ। তাঁরা আশ্রমে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিন্তু ভুলে যান, অধিকার ও কর্তব্য ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় তাই ভাবেন -- আশা করি।

এখানে মাননীয়াকে অনুরোধ করব যে কান দিয়ে না দেখে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করুন। আজ আপনার মনোনীত মন্ত্রী ও উপাচার্য গারদের ভিতরে। কি করে হোল? কারণ আপনি স্তাবকদের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেই বিধ্বস্ত। অপনার প্রিয় শিষ্য যাকে না হলে আপনি বীরভূম ভাবতে পারতেন না। তিনিও জেলে। কবে বেরুবেন কেউ জানে না। আগে সাবধান করলে আপনি দুর্নাম থেকে বাঁচতে পারতেন। অবশ্য আপনি যদি সত্যি অর্থে মানুষের মুখ্যমন্ত্রী হন, তাহলে এই কথাটা আপনার বোধগম্য হবে। আর, যদি স্তাবকপরিবৃত্ত থাকতে ভালবাসেন তাহলে সামনে আরো বিপদের সন্মুখীন হবেন।

বিশ্বভারতী একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। আপনার আশীর্বাদ না থাকলে আমাদের সুবিধা কারণ আমরা প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে চলতে অভ্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গের বেশীরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় গুলো যতটা ভাল হওয়া দরকার, এখন ঠিক তেমন কি আছে? আপনি ছাত্র-রাজনীতি করে রাজ্য-রাজনীতির মাথা হয়েছেন। অপনি কি কখনও আপনার শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রীদের অশ্রাব্য কুশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিয়েছেন। ইতিহাস তা তো বলে না। অতএব, একান্ত অনুরোধ ছাত্র-ছাত্রী এবং আপনার বশংবদ মাস্টার মশায়দের ভুল পথে চলার জন্য প্ররোচণা দেবেন না। তথ্য এবং প্রমান দেখে মত তৈরী করুণ। চোখ দিয়ে দেখুন, কান দিয়ে নয়। তারপর মতামত দেবেন কারণ ভুলে যাবেন না আপনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এই রাজ্যের মানুষের সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব আপনারও।

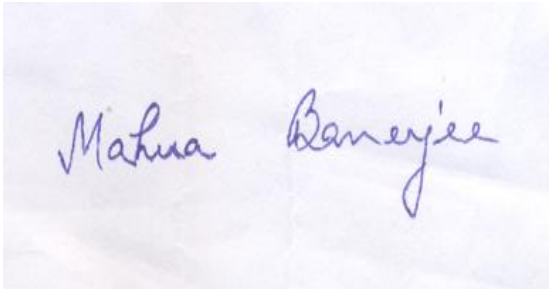

01.02.2023